বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিম)এর ইতিকথা

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান পেক্ষাপটে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন তথা সামগ্রীক জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত দ্রুত শিল্পায়ন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প স্থাপন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সরকরী নিয়ন্ত্রণমুক্ত বেসরকারী খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল কাঙ্খিত শিল্পায়ন সম্ভব। পৃথিবীব্যাপি তাই বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলছে। বিশ্বের এ চলমান প্রক্রিয়া থেকে আমাদেরো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বেসসরকারীকরণের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশো তাই অত্যন্ত ধীর গতিতে হলেও সামিল হয়েছে। সসরকার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বেসরকারী খাতের বাঞ্ছিত জাতীয় শিল্প বিকাশের ধারায় বৈদ্যুতিক শিল্প একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শিল্পের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ, সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ সমুহকে সামগ্রিক সহযোগিতা প্রদান এবং বিদ্যুৎ শিল্পে সমৃদ্ধি অর্জনের পথে অন্তরায় সমূহ দূরীকরণে দিক নির্দেশক সুপারিশ প্রণয়ন ও সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের কাছে উপস্থাপন পূর্বক শিল্পে স্বনির্ভরতা অর্জনের সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় পৌছানো, সামগ্রিক ভাবে বিদ্যুৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরাজিত সমস্যা অনুযায়ী যথাযথ সমাধান মূলক নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইলেকট্রিককাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকটারার্স এসোসিয়েশন বিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ডাইরেক্টর ট্রেড অর্গানাইজেশন থেকে রেজিষ্ট্রেশন (এমসি/টিওএ ২১/৮৫/৪০৪) লাভ করে। পরে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীতে সমিতিকে নিবন্ধীকৃত করা হয় এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিতে 'এ' শ্রেণীর সদস্যপদ লাভ কের।

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন গঠনের উদ্দেশ্য সমূহ তল :-

(১) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের স্বার্থ জোরদার ও রক্ষা করা;

(২) এই শিল্পখাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং রপ্তানীর জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করা;

(৩) বিশেষভাবে সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা জোরদার করা এবং সাধারণ ভাবে বাংলাদেশে শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থে সকল বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা;

(৪) বৈদ্যুতিক সামগ্রী উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যবলী সমাধানের পন্থা ও উপায় উদ্ভাবন;

(৫) সদস্যদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ, বৈধদাবী পূরণ এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রপ্তানীকারক ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা;

(৬)বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রপ্তানী ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা;

(৭) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, বৈদ্যুতিক সামগ্রী রপ্তানী ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব ও উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন এবং বিরোধ বা বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা মীমাংসা করা;

(৮) সমিতির সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানীকৃত সহায়তা করা এবং বৈদ্যুতিক শিল্প, বৈদ্যুতিক সামগ্রী রপ্তানী বাণিজ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে সম্ভবপর হলে সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করা।

(৯) বাংলাদেশ বৈদ্যুতিক শিল্প, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম রপ্তানী বাণিজ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশ উন্নয়ন ও বহুমূখী করণে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) সমিতির লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশে কিংবা বিদেশে কেন্দ্রীয় বণিক সমিতি কিংবা অপর কোন বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির সদস্য হওয়া;

(১১)বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রপ্তানী বাণিজ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জ্ঞানের ব্যবস্থা করা;

কার্যাবলী:

(১) বৈদ্যুতিক শিল্প সম্প্রসারণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ;

(২) বেসরকারী শিল্প সহায়ক নীতি প্রণয়ণে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করণ;

(৩) উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও বাস্তবায়ন;

(৪) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;

(৫) কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন এবং

(৬) উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বিদ্যুৎ শিল্প নগরী : স্বপ্নের বাস্তবায়ন

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। দ্রুত শিল্পায়ন একটি দেশের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বেসরকারী খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্খিত শিল্পায়ন বাস্তেব রুপ নিতে পারে। শিল্পায়নের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অনন্য ভূমিকা রাখছে। জাতীয় শিল্প বিকাশে বৈদ্যুতিক শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একদিকে এ শিল্প দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় করছে অপরদিকে রপ্তানী বাণীজ্যে বৈদ্যুতিক শিল্প ক্রমেই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

মূলত বৈদ্যুতিক শিল্পের সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ, সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহকে সহযোগিতা প্রদান এবং বিদ্যুত শিল্পে সমৃদ্ধ অর্জনের পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে দিক নির্দেশক সুপারিশ প্রণয়ন ও সরকারের নীতি নির্ধারক মহলের কাছে উপস্থাপন এবং সামগ্রিক ভাবে বিদ্যুৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজিত সমস্যা অনুযায়ী যথাযথ সমাধানমূলক নীতি নির্ধারণ ও প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারর্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সরকার ও শিল্প উদ্যোক্তাদের উত্তরনমূখী কর্মপ্রচেষ্টার সেতুবন্ধন রূপে এ প্রতিষ্ঠান অতঃপর সকল কর্মপন্থা ও তৎপরতা সংহত করে অগ্রসর হয়। উন্নয়ন বিশ্বের অগ্রসর প্রযুক্তি ও আবিষ্কারাদির তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ স্বকীয় প্রক্রিয়া আত্মস্থকরণের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে টিকে থাকা ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে এসোসিয়েশন বিশেষ উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারী পর্যায়ে বিশেষ শিল্পের জন্য একক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার সীমিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশ নির্দিষ্ট কোন শিল্পে একক শিল্প নগরী বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকটারার্স এসোসিয়েশন বেসরকারী পর্যায়ে বহুমূখী সুফল প্রাপ্তির সংগত প্রত্যাশা সামনে রেখে ১৯৮৭ সালে এসোসিয়েশনের জন্মলগ্নেই বিদ্যুৎ শিল্প নগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয় এবং সহযোগিতার জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ কের। বিদ্যুৎ শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে।

১। বিক্ষিপ্ত এবং অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বৈদ্যুতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো একিট নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরে মাধ্যমে যুগোপযোগীভাবে গড়ে তোলা;

২। সাব-কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যমানে উৎকর্ষতা ও রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদন;

৩। আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত ও যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের পরস্পরের সম্পূরক গঠনমূলক ভূমিকা;

৫। আমদানী খাতে ব্যয়িত বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;

৬। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ;

৭। সমন্বিত পরিকল্পনা ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

৮। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তদারকিতে পণ্যমান নিশ্চিতকরণ ও অধিকতর শুল্ক ও রাজস্ব আদায়;

৯। ব্যাপক কর্মসংস্থান ও শ্রমজীবিদের জীবনমান উন্নয়ন;

১০। সর্বোপরি সুষ্ঠু শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণ।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোনসমূহের আলোকে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও উদ্যোগের বহিঃপকাশ বিদ্যুৎ শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার জন্যে পেশকৃত প্রস্তাবে সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং গত ২৭/৬/৮৭ তারিখে তদানিন্তন হাই পাওয়ার ফেসিলিটিজ বোর্ড কর্তৃক শ্যামপুর- কদমতলী শিল্প এলাকায় ১০ একর জমি বিদ্যুৎ শিল্প নগরীর জন্য নির্ধারণ এবং আন্তিত্বশীল বৈদ্যুতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিসিকের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ স্থানে রাজউকের বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর গত ২রা মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখে তৎকালীন সরকারের মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈদ্যুতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে প্লট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৯৩ এর জুন মাসে রাজউক শ্যামপুরস্থ শিল্প এলাকায় (২য় পর্ব) বৈদ্যুতিক শিল্পের জন্য ৬৭টি প্লট সমিতির সদস্যভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দপত্র প্রদান করে। ফলে বিদ্যুৎ শিল্প নগরী বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়।

বিদ্যুৎ শিল্প নগরী বাংলাদেশে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পখাতে প্রথম ও একমাত্র শিল্প নগরী। বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্রষ্ঠা হিসেবে শিল্পক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বিমার আয় বৃদ্ধি সহায়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফেকচারর্স এসোসিয়েশন (বিমা) বর্তমানে ভাড়া করা অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অফিস ভাড়া, কর্মকর্তা / কর্মচারী বেতন ভাতা ও সদস্যদের বিভিন্ন সেবা প্রদান বাবদ বিমাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শুধুমাত্র সদস্যদের চাঁদা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা বিমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিমাকে বিভিন্ন ধরণের আয়ের উৎসের সন্ধান করতে হয়। বিমা কর্তৃক গৃহীত আয় বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন

আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন

ক্যালেন্ডার মুদ্রণ

ফি'র (Fee) বিনিময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

নাম মাত্র মূল্যে সদস্যদেরকে ফটোকপি সেবা প্রদান

বিজ্ঞাপন গ্রহণের মাধ্যমে সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত নিউজ লেটার এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ

ভবিষ্যতে বিমার উন্নয়ন ও সদস্যদের চিত্ত বিনোদনের জন্য উল্লেখিত কার্যক্রম অব্যহত থাকবে এবং আরো জোরদার করা হবে।

বিমা-এন পি ও কার্যক্রম

এন পি ও (National Productivity Organization) বা জাতীয় উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র শিল্প মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন অঙ্গ সংগঠন এর প্রধান উদ্দেশ্য উৎপাদনশীল বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান। বিমা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ কেন্দ্রটির সাথে যৌথ ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযৌগ্য হলঃ বিমার সদস্যদের মাঝে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা আনায়ন। মান উন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি উন্নয়নে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

এ ছাড়া এন পি ও এর সহায়তায় বিমা'র সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক সেমিনারেও অংশগ্রহণ করা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে থাইল্যান্ডে দু'জন বিমা সদস্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিতব্য Venture 2000: Asian Forum on Venture Business শীর্ষক সেমিনারে বিমা প্রতিনিধি অংশগ্রহনের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন। ভবিষ্যতে বিমা-এন পি ও কার্যক্রম তথা সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিজস্ব ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা

বিমা'র যুগান্তকারী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকটারার্স এসোসিয়েশন (বিমা) বৈদ্যুতিক শিল্প বিকাশে আত্মনিবেদিত একটি ব্যবসায়ী সংগঠন। ১৯৮৬ সালে জন্মলগ্ন থেকেই এই সংগঠন সামগ্রীক ভাবে দেশের বেসরকারী খাতের ভূমিকাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারী খাতের স্বার্থরক্ষা বিশেষ করে বৈদ্যুতিক শিল্পের সংগে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদানই বিমার প্রধান প্রত্যাশা। সুদীর্ঘ পনের বছর বিমা কার্যক্রম চালাতে গিয়ে প্রধান যে সমস্যার সম্মূখীন হয়েছে তা হল নিজস্ব ভবনের অভাব। এর ফলে বিমার কার্য পরিধিকে আমানুরূপ বিস্তৃত করা যায়নি। সরকার যেখানে বেসরকারী খাতকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেখানে বেসরকারী এসোসিয়েশন গুলোর দায়িত্ব বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বিমাকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। পরিপূর্ণ অবকাঠামো বিমার সেবার পরিধি বিস্তৃতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আর সেবার পরিধি বৃদ্ধি পেলে তা ব্যবহার করে, বৈদ্যুতিক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন ঘাটাবে যা দেশে অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চার করবে।

এ দর্শনকে সামনে রেখে বিমা'র নেতৃবৃন্দ বিমা'র জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্বভবন নির্মাণের স্বপ্ন দেখে আসছে। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য বিমা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনের সাথে জড়িত সবাই বিশ্বাস করে শিল্পায়নই একটি অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে এক অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। বৈদ্যুতিক শিল্পখাত দেশের একটি উল্লেখযোগ্য খাত। এখাতকে গতিময় করতে হলে নিজস্ব ভবন নির্মাণ এক অত্যাবশ্যক কাজে পরিণত হয়েছে। বিমা'র প্রতিটি কর্মী এ বিশ্বাস বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে, সবার লক্ষ্য একটিই তাহলো বিমা'র নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা।

বিমা ইতিমধ্যে শ্যামপুর কদমতলী শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ শিল্প নগরীতে এসোসসিয়েশনের ভবন নির্মাণের একটি প্লট অধিগ্রহণ করেছে। এই প্লটে এগার তলা ভবন নির্মাণের নকশা প্রণয়ন চূড়ান্ত করা সহ এ পর্যন্ত ২৫.০০ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও পাইলিং সহ এক তলার আংশিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে নভেম্বর ২০০০ সালের মধ্যে এক তলার নির্মাণ সম্পন্ন হবে। নিজস্ব ভবনটি একদিকে হবে বিমা'র আয়ের উৎস এবং একই সাথে এ ভবন স্থাপনের মাধ্যমে সদস্যদের সেবার পরিধি ও বিস্তৃত হবে।

নির্মিতব্য ভবনটিতে থাকবেঃ

এসোসিয়েশনের কার্যালয়

প্রশিক্ষন কক্ষ

সেমিনার কক্ষ

গবেষণাগার

মিলনায়তন

গ্রন্থাগার

পণ্য প্রদর্শনী কেন্দ্র ও

সদস্য ও শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র।

এ ভবন নির্মাণ ব্যয় হবে প্রায় কোটি টাকা। এ ব্যয় নির্বাহ করার মত মূলধন বিমা'র নেই, আছে শুধু সদস্যদের সদিচ্ছা ও দৃঢ় মনোবল। তাই বিমা বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করেছ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন তহবিল সংগ্রহের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। বিমা'র মহতী লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে বলে বিমা আশা রাখে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে শিল্পায়ন ছাড়া বাংলাদেশের মত একটি বিরাট জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করতে পারবে না। শিল্পায়নের পূর্বশর্ত অবকাঠামো সৃষ্টি। বিমা'র নিজস্ব ভবন স্থাপন বৈদ্যুতিক শিল্পের অবকাঠামো সৃষ্টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিমা'র প্রত্যাশা বাস্তবে রূপ নিলে তা বৈদ্যুতিক শিল্পে সাফল্যের এক মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিমা-জেড ডি এইচ কার্যক্রম

(নভেম্বর ১৯৯৪-মার্চ ১৯৯৮)

তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমা) ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে জার্মান কনফেডারেশন অব স্মল বিজনেস এন্ড ক্রাফস (জেড,ডি,এইচ) জার্মানীর সঙ্গে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। উদ্দেশ্য তিনটি ছিলঃ

১। বিমার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Institutional Development)

২। বেসরকারীখাত সহায়ক নীতি প্রণয়নে সরকারকে উদ্বুদ্ধকরণ (Advocacy)

৩। বৈদ্যুতিক শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান (Services)

বিমা'র সাথে জেড ডি এইচ এর যৌথ কার্যক্রম চার বছরের অধিক সময় পরিচালিত হয় এবং এ সময়ে বিমা বৈদ্যুতিক শিল্প বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও জে ডি এইচ এর সহায়তায় বিমা'র প্রোডাক্ট ডাইরেক্টরী প্রকাশ বিমা'র একটি উল্লেখ্যযোগ্য অবদান।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Institutional Development)

বিমা সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং বিমা'র সেবা প্রদানের ক্ষমতাকে ( )বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি দেয়া হয়।

Electric Type Writer

Photostat Machine

Telephone

Refurbishment of BEEMA Secretarial and Training Room

Over heald projector

Computer with e-mail facilities

বেসরকারী খাত সহায়ক নীতি প্রণয়নে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করণ (Advocacy)

ইংরেজীতে একটি কথা আছে 'One does not get What one deserves but one gets how one negotiates' বিমা জেড ডি এইচ কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল বেসরকারী খাতের প্রতি মতবাদ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যকে সফল করার জন্য বিমা ১০টি কর্মশালার আয়োজন করে। এগুলোতে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী নীতি নির্ধারকরা অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে বেসরকারী খাত উন্নয়নে বিমা'র অধিকাংশ সুপারিশ মালা সরকারকর্তৃক সমর্থিত হয়।

অনুষ্ঠিত কর্মশালা গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল-

Patent Design, Copy Right and Trade Marks, Use of Electronic Media for business promotion, Simplification of Tax procedures, Total Quality Management etc.

বৈদ্যুতিক শিল্প বিকাশ সেবা প্রদান (Services)

বিমা-জেড ডি এইচ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিমা সদস্যদের সফল ভাবে ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্যের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয়। ক্ষেত্র গুলো ছিলঃ

বিমা-জেড ডি এইচ কর্মসূচীর মাধ্যমে বিমা সদস্যদের সফল ভাবে ব্যবসা পরিচালনা ও পণ্যের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয়। ক্ষেত্র গুলো ছিলঃ

* Business Promotion * Marketing & Sales promotion * Access to Export Market * Import Procedures * Total Quality management * Information Technology ইত্যাদি।

বিমা-জেড ডি এইচ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা প্রায় ৬০০ জন। বিমা-জেড ডি এইচ কার্যক্রম বিমা'র সাংগঠনিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমা'র পরিচিতি ঘটায়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিমা'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বিভিন্ন দেশ (নেপাল, সিঙ্গাপুর, ভারত) ভ্রমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল অভিজ্ঞতা বিনিময়। ফলে বিমা সঠিক নেতৃত্ব পায় ও ক্রমাগত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

ইলেকট্রিক কমপ্লেক্স

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ -এর একটি নবতর প্রয়াস

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিমা) বিগত ১৯৯৪ সালে এর সদস্যদের সহায়তায় 'বৈদ্যুতিক সারঞ্জাম প্রস্তাতকারক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করে। সমিতি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে বৈদ্যুতিক শিল্পের অগ্রগতি সাধন করা এবং বিমা'র সকল প্রয়াসে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। একই সাথে সদস্যদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বাবলিম্ব করে তোলা।

বিমার প্রায় ৫৬ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বহুমুখী সমিতি লিঃ এর শিল্প প্রসারে অন্যতম উদ্যোগ হল ইলেকট্রিক্যাল কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে প্লট অধিগ্রহণ করা হয়েছে ও নকশা প্রণয়নের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ তলা বিশিষ্ট এই ভবনে মোট ৯৭টি ইউনিট স্থাপন করা যাবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ শিল্প নগরীতে প্লট পায়নি তাদেরকে এখানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বেসরকারী উদ্যোগে দেশে শিল্প স্থাপনের জন্য ফ্লোরস্পেস বিতরণের এটাই প্রথম প্রায়াস। যাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য ফ্লোরস্পেস বরাদ্দ দেয়া হবে সমবায় ভিত্তিতে তাঁদের অর্থলব্ধ পুঁজি দিয়েই কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। সমবায় সমিতির প্রতিটি সদস্য এ মহতী উদ্যোগে শ্রম দিচ্ছেন। তাঁদের একাগ্রতা ও নিরলস প্রচেষ্টা কমপ্লেক্স নির্মাণে এক অনন্য ভূমিকা রাখছে।

সমিতির সদস্যদের মূলধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে মূলধনের পরিমান ৩০ লক্ষ টাকা। এই মূলধন থেকে সদস্যরা প্রতিবছর আকর্ষনীয় লভ্যাংশ পাচ্ছেন।

বৈদ্যুতিক কমপ্লেক্স বাংলাদেশের শিল্পকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি চালু হলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবেঃ

একই কমপ্লেক্সে শিল্প স্থাপনের ফলে সাব-কন্ট্রাকটিং এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পণ্য প্রস্তুতের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।

বৈদ্যুতিক শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। ফলে এ শিল্পে আমদানী খাত বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

বিদেশে রপ্তানীযোগ্য বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদিত হবে। রফতানী বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হবে। এছাড়া অন্যান্য খাত সমূহ যেমন- চামড়াজাত শিল্প, হ্যান্ডিক্রাফটস্, গার্মেন্টস প্রভৃতি এ শিল্প কমপ্লেক্স নির্মাণের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবে ফলে বাংলাদেশ দ্রুত শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হবে। শিল্পায়নে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।